



95893 - এসাইনমেন্ট ও থিসিসি লিখে সগেলো ছাত্রদের কাছে বক্রি করার হুকুম

প্রশ্ন

ইন্টারনেটে থেকে কাটছাট করে প্রস্তুতকৃত এসাইনমেন্টগুলো ছাত্রদের কাছে বক্রি করার হুকুম কি; যাতে করে ছাত্ররা সগেলো তাদের শিক্ষকদের কাছে পেশ করতে পারে; যে সব ছাত্ররা ইন্টারনেটে ব্যবহার করতে জানে না কিংবা তাদের কাছে ইন্টারনেটে নাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি কোন ছাত্র এই এসাইনমেন্টের মাধ্যমে কোন সনদ লাভ করা কিংবা পদোন্নতি লাভ করা কিংবা কোন পরীক্ষা পাস করার জন্য হয় তাহলে এই কাজ হারাম। এটি জালিয়াতি ও খয়োনত। চাই এই এসাইনমেন্টগুলো ইন্টারনেটে থেকে কাটছাট করে নেয়া হোক কিংবা অন্য কারো কাছ থেকে নেয়া হোক। কেননা এসাইনমেন্টে দায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে— ছাত্রকে অনুশীলন করানো, তার যোগ্যতা পরীক্ষা করা, ইত্যাদি। ছাত্রের উপর আবশ্যিক এটি সেরে নজির করা। যদি সেরে অন্যেরে পরিশ্রমকৃত জনিসি নিয়ে নজিরের নামে পেশ করে তাহলে এটি মিথিয়া জালিয়াতি।

এরা যারা অন্যদের এসাইনমেন্টগুলো লিখে দিয়ে তারা গুনাহতে লিপ্ত, তারা সীমালঙ্ঘনকারী ও দুর্নীতকারী, চাই তারা কোন কছির বনিমিয়ে লিখে দিকি কিংবা কোন বনিমিয় ছাড়া লিখে দিকি— তারা জালিয়াতি ও মিথিয়াতে সহযোগিতা করার কারণে এবং তারা এমন ব্যক্তিকে সনদ ও পদমর্যাদা পাইয়ে দায়ের ক্ষেত্রে অংশীদার হওয়ার কারণে যে এগুলো পাওয়ার অধিকার রাখেনা। এটি সাধারণ দুর্নীতি ও গোটো উম্মতের সাথে ধোকোবাজি। এর ফলে এমন ব্যক্তি পদ লাভ করে ফলে যে পদ লাভের অধিকার সেরে রাখেনা এবং এমন ব্যক্তি ক্ষমতা পয়ে যায় যে ক্ষমতা পাওয়ার অধিকার সেরে রাখেনা।

এ এসাইনমেন্ট বক্রির মাধ্যমে যে অর্থ উপার্জন করা হয় সেরে অবধৈ ও হারাম; এই অর্থ দিয়ে উপকৃত হওয়া নাজায়যে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে দেহে হারাম থেকে গঠিত আগুনই এর জন্য অধিক উপযুক্ত”। [হাদিসিটি তাবারানী ও আবু নুআইম সংকলন করছেন এবং আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৪৫১৯) সহিহ বলছেন]

শাইখ ইবনু উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল:

তাদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি যারা তাদের এসাইনমেন্ট লিখে দিয়ে, থিসিসি প্রস্তুত করা কিংবা প্রাচীন কোন বই-এর



তাহকীক (পাঠোদ্ধার) করার জন্য কিছু লোককে ভাড়া করে?

জবাবে তিনি বলেন: সেই ব্যক্তির জন্য দুঃখ হয়। যমেনটি প্রশ্নকারী উল্লেখ করছে। কিছু কিছু ছাত্র তাদের এসাইনমেন্টগুলো কিংবা থিসিসিগুলো তৈরি করার জন্য কাউকে ভাড়া করে; যে এসাইনমেন্ট বা থিসিসির মাধ্যমে তারা একাডেমিক সার্টিফিকেটে অর্জন করে। কিংবা যে ব্যক্তি কোন বই তাহকীক করে। কাউকে বলল যে: আমাকে এই ব্যক্তিদের জীবনীগুলো সংগ্রহ করে দনি কিংবা অমুক গবেষণাপত্রটি পুনর্পাঠ করে দনি। এরপর সটোকে অভিসন্দর্ভ হিসেবে পেশ করে এবং এর ভিত্তিতে ডিগ্রি লাভ করে। যে ডিগ্রি তাকে শিক্ষকদের মধ্যে পরগণিত করে কিংবা এ পর্যায়ে অন্য কোন মর্যাদা। আসলে এটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উদ্দেশ্যে বপিরীত। এবং আমার কাছে এটি এক ধরণের খয়োনত। কেননা এর পছন্দে উদ্দেশ্য সার্টিফিকেটে ছাড়া আর কিছু নয়। যদি কিছুদিন পর এই বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসে করা হয় যাই বিষয়ে সে ডিগ্রি অর্জন করেছে সে কোন জবাব দিতে পারবে না।

এ কারণে আমি আমার ভাইদের মধ্যে যারা বইপুস্তক তাহকীক করেন কিংবা যারা এই পদ্ধতিতে থিসিসি লিখিয়ে নেন তাদেরকে এর অশুভ পরণিতরি ব্যাপারে সাবধান করছি। আমি বলব: অন্যের সহযোগিতা নতি দোষেরে কিছু নই। কিন্তু এভাবে নয় যে, গোটা থিসিসি অন্য কারো প্রস্তুতকৃত। আল্লাহ সকলকে উপকারী ইলম ও নকে আমলেরে তাওফিক দনি। নশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সাড়া দানকারী। [কতিবুল ইলম থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।